দৈনিক ইনকিলাব
226
তারিখ 23 JUL 1986
পৃষ্ঠা ... ৬ কলাম ... ।

উপজেলা পরিক্রমাঃ

টাঙ্গাইল

।। মহিবুর রহমান ।।

টাঙ্গাইল জেলার ১১টি উপজেলাকে কেন্দ্র করে আছে টাঙ্গাইল সদর উপজেলা। কিন্তু এ কেন্দ্রতেই অবস্থান করছে নানা সমস্যা। প্রায় ৪ লাখ অধিবাসী দারুণ অবহেলিত অবস্থায় রয়েছে। আধুনিক জীবন ব্যবস্থার নূন্যতম সুযোগ হতেও এ অঞ্চলের অধিবাসীরা বঞ্চিত। এখানের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। এখানে দিন দিন ঘন বসত বাড়ি গড়ে উঠছে কিন্তু সমস্যার কোন উন্নতি হচ্ছে না।

কৃষি

এই উপজেলার প্রধান উৎপাদিত ফসল হচ্ছে ধান, পাট, ইক্ষু ও গম। ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা প্রায় ৫ হাজার। প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণের অভাবে এখানে রেকর্ড পরিমাণ কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদিত হচ্ছে না। সদর উপজেলার আবাদী জমির পরিমাণ প্রায় ৫৮ হাজার একর। পতিত জমির পরিমাণ প্রায় ১৪ হাজার একর। এ বছর চলতি মওসুমে টাঙ্গাইল সদর উপজেলায় প্রায় ৫ হাজার একর জমিতে পাট চাষ হয়েছে। গত বছর এ উপজেলায় ৮ হাজার একর জমিতে পাট চাষ হয়। খরা, বন্যা, ভালবীজ, সার ও কীটনাশক ওষুধের অভাবে এ উপজেলার কৃষকরা রেকর্ড পরিমাণ ফসল উৎপাদন করতে পারছে না।

শিক্ষা ব্যবস্থা

জনসংখ্যার তুলনায় এ উপজেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিমাণ খুবই কম। এখানে ১২৯টি প্রাইমারী স্কুল, ২৯টি হাই স্কুল ও ৫টি কলেজ রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবে এ উপজেলায় শিক্ষিতের হার হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমানে এ উপজেলার শতকরা ২৭ জন শিক্ষিত। আর্থিক অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের অল্প বয়সেই লেখাপড়া ছাড়তে হয়। সম্প্রতি টাঙ্গাইল সদর উপজেলার সন্তোষে 'টাঙ্গাইল শিক্ষা কল্যাণ ফাউণ্ডেশন' গড়ে ওঠেছে। এখান থেকে গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি দেয়া হচ্ছে। ফলে, এখানে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

চিকিৎসা ব্যবস্থা

টাঙ্গাইল সদর উপজেলায় ১টি আধুনিক হাসপাতাল, ১টি যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র ও ২টি পশু হাসপাতাল রয়েছে। আধুনিক সদর হাসপাতালে জীবন রক্ষাকারী অনেক ওষুধই নেই। তাছাড়া ব্যাণ্ডেজ, স্যালাইন, বিভিন্ন প্রকার ট্যাবলেট ও তরল জাতীয় ওষুধের অভাব লেগেই আছে। আধুনিক হাসপাতালে জরুরী বিভাগ থাকলেও নাম মাত্র। জরুরী বিভাগে নিয়মিত ডাক্তার থাকে না। রোগীদের সঠিক চিকিৎসা ও অপারেশন হচ্ছে না। বিদ্যুতের বিকল্প কোন ব্যবস্থা নেই। হাসপাতালে কোন এ্যাম্বুলেন্স নেই। রোগীদের বেডের অভাবে মেঝেতে রাখা হয়। বিভিন্ন মেডিকেল অফিসারের ৪/৫টি পদ শূন্য রয়েছে।

টাঙ্গাইল যক্ষ্মা হাসপাতাল সন্তোষে অবস্থিত শতাব্দীর জরাজীর্ণ ভবনে ১৯৭৯ সালে যক্ষ্মা নিয়ন্তরণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এখানে এক্স-রে মেশিন চালু না থাকায় যক্ষ্মা রোগী নির্ধারণ সম্ভব হচ্ছে না। রক্ত ও কফ পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। ফাটল ধরা হাসপাতাল ভবন যে কোন সময়ে ধসে পড়তে পারে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

টাঙ্গাইল সদর উপজেলার একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা হচ্ছে সড়ক। এখানে বিমান যোগাযোগ এমনকি রেলওয়ে যোগাযোগও নেই। সদর উপজেলার আয়তন ১১·১২ বর্গমাইল। আয়তনের তুলনায় সড়ক ব্যবস্থা অপ্রতুল। পাকা রাস্তা ১৪ মাইল এবং কাঁচা রাস্তা ৩৫ মাইল। প্রতিদিন শহরে অপরিকল্পিতভাবে রিকশা যাতায়াত করায় যানজট বেড়েই চলেছে। সংস্কারের অভাবে রাস্তায় খাদের সৃষ্টি হয়েছে। দু'পাশে ড্রেন না থাকায় সামান্য বৃষ্টিতে রাস্তায় পানি জমে কাদার সৃষ্টি করে। এখানে পাকা ড্রেন ১৩ হাজার ২শ' ফুট। বাদবাকী ড্রেন কাঁচা এবং ময়লা আবর্জনায় ভর্তি। ফলে, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং আবহাওয়া দূষিত হচ্ছে।

টেলিফোন ব্যবস্থা

টাঙ্গাইল জেলার টেলিফোন বিভাগ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে, টেলিফোন বিভাগ লাখ লাখ টাকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এখানে ১ হাজার লাইন বিশিষ্ট এক্সচেঞ্জ স্থাপন করা সত্ত্বেও ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানে কথা বলা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ঢাকা কল বুক করে যে সময়ে লাইন পাওয়া যায় তার চেয়ে কম সময়ে ঢাকা পৌঁছানো সম্ভব। টাঙ্গাইল পাবলিক কল অফিস (পিসিও) থেকে জনগণ কোনভাবেই উপকৃত হচ্ছে না। এখানে মোটা অংকের উৎকোচ ছাড়া লাইন পেতে বেশ বেগ পোহাতে হয়। কয়েকজন অপারেটর টেলিফোন এক্সচেঞ্জকে তাদের নিজস্ব ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত করেছে। গোপন আঁতাত ছাড়া লাইন পাওয়া যায় না।

বিদ্যুৎ সরবরাহ

এ উপজেলায় লোডশেডিং-এর জন্যে নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে না। শহরের বিভিন্ন রাস্তায় লাইট পোস্টে মিনি বাল্ব বা নিয়ন বাল্ব না থাকায় হত্যাকাণ্ড ও ডাকাতি বেড়েই চলেছে। এখানে একটি মাত্র 'পাওয়ার হাউস' আছে। ইউনিয়নগুলো এখনো বিদ্যুতায়িত হয়নি। ফলে, বিদ্যুতের অভাবে এখানের ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো মার খাচ্ছে।